Paper = SEC-2 Hons, 4th sem

Q:= ব্রেইল পদ্ধতি সম্পর্কে টীকা লেখ।

Ans:= বর্তমানে সারা বিশ্বে দৃষ্টিহীন ছেলেমেয়েদের পড়ানোর জন্য ব্রেইল পদ্ধতি অতি গুরুত্বপূর্ণ। এটি এক বিশেষ প্রকার স্পর্শ পদ্ধতি। ফরাসি দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তি লুই ব্রেইল 1826 খ্রিস্টাব্দে এই পদ্ধতির প্রচলন করেন। 1950 খ্রিস্টাব্দে জাতিসংঘের শিক্ষামূলক বিজ্ঞানভিত্তিক সাংস্কৃতিক সংস্থা (UNESCO) বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় ব্রেইল পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। বর্তমানে বাংলা ভাষায় উন্নতমানের ব্রেইল লেখা হয়। ব্রেইল ব্যবস্থায় পুরু কার্ডবোর্ড বা কাগজের ওপর যে সরু জিনিস দিয়ে উঁচু উঁচু ডট বা বিন্দু দেওয়া হয়, একে বলা হয় "স্টাইলাস"। উঁচু উঁচু ছয়টি বিন্দুকে বিভিন্ন ভাবে সাজিয়ে ব্রেইল লেখা হয়। বাঁদিক থেকে ডানদিকে ব্রেইল লেখা হয়। উঁচু উঁচু বিন্দুগুলি হাতের আঙুলের স্পর্শে পড়াই হল ব্রেইল বই পড়া। সাধারণত কার্ডবোর্ড বা কাগজটি একটু মোটা নেওয়া হয় যাতে গর্ত বা উঁচু স্থানগুলি স্থায়ী ও স্পষ্ট অনুভূত হয়। ব্রেইলকে হাতের স্পর্শের মাধ্যমে পড়তে হয়। বৈজ্ঞানিক সংকেত, গণিত, সংগীতের স্বরলিপি প্রভৃতি ব্রেইলের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়। এখানে একটি ব্রেইলের সংকেত দেখানো হল —

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)

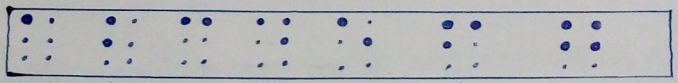

ব্রেইলের ক্ষেত্রে কিছু অসুবিধা থাকে। ব্রেইল খুব ভারী হয়। তা ছাড়া ব্রেইলের ক্ষেত্র বইয়ের তুলনায় অনেক বেশি জায়গার প্রয়োজন হয়। ব্রেইলে দক্ষতা অর্জন করতে সময় বেশি লাগে। যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী ব্রেইল পাঠে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করে, তারা সর্বাধিক 60 টি শব্দ প্রতিটি মিনিটে পড়তে পারে। স্টাইলাসের সাহায্যে ছাত্রছাত্রীরা ব্রেইল লেখে। বর্তমানে সহজ উপায়ে দ্রুততর অর্থে ব্রেইল লেখার জন্য টাইপ মেশিন ব্যবহৃত হয়। এই মেশিনে 6টি বোতাম থাকে। ওই বোতামগুলি 6টি বিন্দুকে নির্দেশ করে। ব্রেইল হাতেও লেখা হয়। বিশেষ ধরণের শ্লেট ও সরু স্টাইলাস দিয়ে লিখতে হয়। বর্তমানে কম্পিউটারের সাহায্যেও ব্রেইল লেখার ব্যবস্থা হয়েছে। যেহেতু দৃষ্টিহীন ছেলেমেয়েদের ব্রেইলের মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হয়, তাই তাদের শিক্ষণ পদ্ধতি মূলত ব্রেইল ব্যবহারের কৌশলের ওপর নির্ভরশীল।